প্রথম আলো

তারিখ 21 MAR 2009
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

কোনোভাবেই দলীয়করণ গ্রহণযোগ্য নয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সরানোর তৎপরতা চলছে—এমন একটি খবর গত শুক্রবার *প্রথম আলোয়* ছাপা হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, ওই তৎপরতার মূল উদ্যোক্তা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সমর্থনপুষ্ট চিকিৎসকদের সংগঠন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ)। স্বাচিপের নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, বর্তমান উপাচার্য মো. নজরুল ইসলাম দায়িত্ব নেওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে দৃশ্যমান কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম হননি। স্বাচিপ মনে করছে, দলীয় লোক প্রশাসনে বসালে বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্রুত পরিবর্তন আসবে।

স্বাচিপের এই তৎপরতাকে স্বাগত জানানোর কোনো সুযোগ নেই। নিকট-অতীতের কথা অনেকেরই মনে আছে। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিএনপিপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছিল। সেই থাবা থেকে দেশের একমাত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষা পায়নি।

জোট সরকারেরই আমলে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষক নিয়োগ এবং পদোন্নতিতে চরম অনিয়ম হয়েছিল। কেনাকাটায় ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছিল। চিকিৎসাসেবার সম্প্রসারণ, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন, গবেষণা—এসব বিষয় দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়। সংবাদপত্রে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে কর্তৃপক্ষের তৈরি করা তদন্ত কমিটি অনিয়ম-দুর্নীতির প্রমাণ হাজির করে।

ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একেবারে শেষ সময়ে ২০০৮ সালের ৫ নভেম্বর মো. নজরুল ইসলামকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। ক্রান্তিকালে নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব নেন। তিনি বলেছেন, চাপের মুখে ও নিয়মবহির্ভূত কোনো কিছু তিনি করবেন না।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে চিকিৎসাসেবা, শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে দেখতে চাই, কোনো দলীয় সংগঠনের আখড়া হিসেবে নয়। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য কর্তৃপক্ষ যেসব উদ্যোগ নিয়েছে, সরকারের উচিত হবে সেগুলোকে সফল করতে সহায়তা করা। তা না করে সরকার যদি দলীয় সমর্থকদের পৃষ্ঠপোষকতা করে, তাহলে এই প্রতিষ্ঠানটি হৃত গৌরব আর ফিরে পাবে না। আমরা ড্যাবের ভূমিকায় স্বাচিপকে দেখতে চাই না।